



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ২৮ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ www.krctimes/bangla
ISSUE-10 16th October 2026 Friday KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition Email : krctimes@gmail.com

ছুটি

দুর্গাপূজো উপলক্ষে ১৭ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত কেআরসি টাইমস-এর প্রকাশনা বন্ধ থাকবে। এই সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে না। আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে যথারীতি প্রকাশনা শুরু হবে। সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্পাদক
কেআরসি টাইমস

রাজস্থানি মণ্ডপ থেকে জলটানেল, শিলচরে পূজোর চমক

উৎসবের ভিড় সামলানোই প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ

শিলচর : রাজস্থানি স্থাপত্যের আদলে মণ্ডপ, পুকুরের উপর পূজোর আয়োজন, আবার কোথাও আলোর কারুকাজে তৈরি জলটানেল; দুর্গোৎসবকে ঘিরে নতুন সাজে সেজে উঠেছে শিলচর। মণ্ডপের অভিনবত্ব ও চোখধাঁধানো আলোকসজ্জায় দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে প্রস্তুত শহর ও শহরতলির পূজো কমিটিগুলি। তবে উৎসবের জৌলুসের পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং নিরাপদে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন করাও প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।



পুকুরের উপর তৈরি মণ্ডপও দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণ। অন্যদিকে, আপনজন দুর্গাপূজো কমিটির আলোকসজ্জায় সাজানো জলটানেল উৎসবের আয়োজনে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। স্ফটিকের অলংকারে সজ্জিত দেবী প্রতিমাও বিশেষ আকর্ষণ।

উৎসব নির্বিঘ্ন রাখতে শিলচর পুর নিগম যান চলাচল, নিকাশি, পথবাতি, পানীয় জল ও পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দিয়েছে। রাস্তার উপর যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এমন মণ্ডপ নির্মাণে অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিজে ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ২১ ও ২২ অক্টোবর প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন করতে হবে। সদরঘাটে নিরাপত্তা ও উদ্ধারকাজের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ফলে মণ্ডপের জাঁকজমকের পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা সচল রাখাই এ বার শিলচরের দুর্গোৎসবের সাফল্যের বড় মাপকাঠি।

‘বাংলায় এসব করতে দেব না’, ‘আরশোলা’দের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা : দিল্লিতে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র বিক্ষোভ ঘিরে বিতর্কের মধ্যে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ করে তিনি জানান, বাংলায় কোনওভাবেই এ ধরনের কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।



পঞ্চমীতে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মেচোগ্রাম সমাজশিক্ষা কেন্দ্র ও ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গাপূজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই দিল্লির বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অশান্তি তৈরির জন্য দেশে থেকে দেশকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা চলছে। দেশের মানুষ এগুলো মেনে নেবে না। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশকে আরও শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। তবে আমরা এই রাজ্যে কোনওভাবে এসব করতে দেব না।

উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ও তাঁর সমর্থকেরা।

মণিপুরে সিভিল সার্ভিস, নিট ও জেইই প্রস্তুতিতে ৪ কোটি বরাদ্দ

ইম্ফল : সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পড়ুয়াদের সহায়তা করতে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করল মণিপুর সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং এই উদ্যোগের কথা জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর প্রশিক্ষণের জন্য ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এএলএস আইএএসের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল থেকে আরও ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

এই প্রকল্পে আবেদনের শেষ দিন ২৫ অক্টোবর, ২০২৬। বাছাই পরীক্ষা



হবে ১ নভেম্বর। আবেদন করার জন্য কোনও ফি দিতে হবে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রাজ্য সরকার আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ফিটজি লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই উদ্যোগের আওতায় নিট ও জেইই-র প্রস্তুতি নিতে আগ্রহী নির্বাচিত পড়ুয়ারা বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পাবেন।

অরুণাচলে ২১ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ, দ্রুত কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ পেমা খান্ডুর

ইটানগর : সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষক ঘাটতি মেটাতে ২১ জন সহকারী অধ্যাপককে নিয়োগপত্র ও কর্মস্থলের নির্দেশ দিলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। বৃহস্পতিবার নবনিযুক্তদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে আর নিয়োগে বিলম্ব করা সম্ভব নয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। অরুণাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (এপিপিএসসি) ২০২৬ সালের পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ঘাটতি কমাতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।



এপিপিএসসি এবং অরুণাচল প্রদেশ স্টাফ সিলেকশন বোর্ডের ভূমিকার প্রশংসাও করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রাজ্যের উন্নয়নে পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি মানবসম্পদ গড়ে তোলাও জরুরি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপিপিএসসির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ২০২৬ সালের ২২ জানুয়ারি। ১৮ ও ১৯ আগস্ট ২১টি পদের জন্য মৌখিক পরীক্ষা হয় এবং ওই দিনই ফল ঘোষণা করা হয়। পাঁচটি বিষয়ে মোট ২৬৩টি আবেদন জমা পড়েছিল। সাক্ষাৎকারের জন্য বাছাই করা হয় ৬৬ জনকে।

নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে গণিত ও রসায়নে ছ’জন করে, পদার্থবিদ্যায় পাঁচজন এবং নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যায় দু’জন করে রয়েছেন।

খান্ডু বলেন, স্বচ্ছতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিয়োগ প্রক্রিয়ায়

কাছাড়ে নিজুত মইনা ও বাবু প্রকল্পে সহায়তা পেলেন ২৮,৩৩৭ পড়ুয়া

শিলচর : অসম সরকারের নিজুত মইনা আসনি ও মুখ্যমন্ত্রীর নিজুত বাবু আসনি প্রকল্পে কাছাড় জেলার ২৮,৩৩৭ জন পড়ুয়াকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়।

এর মধ্যে নিজুত মইনা প্রকল্পে ২৪, ৯০৭ জন ছাত্রী এবং নিজুত বাবু প্রকল্পে ৩,৪৩০ জন ছাত্র সহায়তা পেয়েছেন। উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পড়ুয়াদের

উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ। জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি ও সমাজকর্মীরা উপস্থিত থেকে পড়ুয়াদের হাতে চেক তুলে দেন। এ দিন গুয়াহাটিতে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা উপভোক্তাদের হাতে চেক তুলে দেন। জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ওই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারও দেখানো হয়।



শুক্রবার, ২৮ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

পাকিস্তানপন্থী জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিস্তার নিয়ে ওঠা অভিযোগকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। তবে গোয়েন্দা তথ্যের নিরপেক্ষ যাচাই, ঢাকার সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করাই হওয়া উচিত নয়াদিল্লির অগ্রাধিকার।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা নিয়ে যে উদ্বেগ সামনে এসেছে, তা ভারতের কাছে উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা এবং কক্সবাজারকে ঘিরে পাকিস্তানপন্থী জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিস্তার, অস্ত্র পাচার ও সামরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির যে অভিযোগ উঠেছে, তার সম্ভাব্য প্রভাব ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার উপর পড়তে পারে। তবে অভিযোগের গুরুত্ব যতই হোক, তাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করার আগে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও স্বাধীন যাচাই জরুরি।

ভারতের উদ্বেগের ভৌগোলিক ভিত্তি স্পষ্ট। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ত্রিপুরা ও মিজোরামের সীমান্তবর্তী। চট্টগ্রাম বন্দর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ পথ। এই অঞ্চলে যদি সত্যিই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়, তবে তার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতেও পৌঁছতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অতীত অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দেয়, প্রতিবেশী দেশের ভূখণ্ডে জঙ্গি সংগঠনগুলির নিরাপদ আশ্রয় তৈরি হলে তা নির্মূল করা কতটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

প্রাক্তন ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রির অভিযোগ, মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার আগের ব্যবস্থাগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে লস্কর-ই-তইবা ও তাদের সহযোগী নেটওয়ার্কের শিবির গড়ে ওঠার অভিযোগও সামনে এসেছে। পাশাপাশি, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক ও গোয়েন্দা যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে।

এই অভিযোগগুলির যথাযথ তদন্ত প্রয়োজন। কিন্তু নিরাপত্তা বিশ্লেষণকে রাজনৈতিক বক্তব্যের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কোনও সংগঠনের উপস্থিতি, তার প্রশিক্ষণ শিবির কিংবা বিদেশি সামরিক কর্মীদের সম্পৃক্ততার দাবি; প্রতিটি বিষয়েই প্রমাণ, নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জরুরি। সতর্কতা ও তথ্যনির্ভরতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই দায়িত্বশীল নিরাপত্তানীতির শর্ত।

ঢাকা-ইসলামাবাদ সম্পর্ক: ভারতের উদ্বেগ কোথায়?
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তা নির্ধারণের অধিকার তার রয়েছে। ভারতের উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত নয় এই সম্পর্কের অস্তিত্ব নিজেই, বরং সেই সম্পর্কের আড়ালে ভারতের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনও সংগঠিত জঙ্গি বা নিরাপত্তা সহযোগিতা গড়ে উঠছে কি না। ভারতের প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ সরণও এই পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, স্বাভাবিক দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের বদলে নজর দেওয়া প্রয়োজন এমন কোনও নিরাপত্তা সমীকরণের দিকে, যা ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইসলামাবাদের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের নতুন সমীকরণ শুধু কূটনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যও বহন করে। তবে অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানের প্রতিটি পদক্ষেপের একমাত্র ব্যাখ্যা হিসেবে ব্যবহার করলে বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা সহযোগিতা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে কি না, তা নিয়ে নয়াদিল্লির উদ্বেগ স্বাভাবিক। অতীতে বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনগুলির আশ্রয় পাওয়ার অভিযোগ ভারতকে মূল্য দিতে বাধ্য করেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে কেবল অতীতের রাজনৈতিক সমীকরণের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত নয়।

নিরাপত্তার প্রশ্নে কঠোরতা, কূটনীতিতে বাস্তববাদ
বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক থাকা; এই দুইয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। বরং একটি কার্যকর নীতির জন্য দুটিই অপরিহার্য।

নাভি পিল্লাইয়ের নোবেল: আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারে গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর কি আরও জোরালো হবে?

সঞ্জীব বরা

বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের প্রসার; নাভি পিল্লাইয়ের স্বীকৃতি নতুন করে সামনে আনল আন্তর্জাতিক আইনের নিরপেক্ষতা, শক্তিশ্রম রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এবং বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিচারিতার প্রশ্ন।

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে শান্তি, মানবাধিকার এবং আইনের শাসন যে একে অপরের পরিপূরক, দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মানবাধিকার হাইকমিশনার নাভানেথেম ‘নাভি’ পিল্লাইয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কার সেই সত্যকেই নতুন করে সামনে এনেছে। ২০২৬ সালের ৯ অক্টোবর ঘোষিত এই স্বীকৃতি নিছক একজন আইনজ্ঞের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। আন্তর্জাতিক আইন যখন ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত এবং শক্তিশ্রম রাষ্ট্রগুলির দায়বদ্ধতা এড়ানোর প্রবণতায় ক্রমশ চ্যালেঞ্জের মুখে, তখন পিল্লাইয়ের এই সম্মান বিশ্বব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি নিয়েই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে।

ভারতীয় তামিল বংশোদ্ভূত পরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে জন্ম পিল্লাইয়ের। তাঁর বেড়ে ওঠা বর্ণবিদ্বেষী শাসনব্যবস্থা বা অ্যাপারথেইডের মধ্যে। সেই ব্যবস্থায় জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের অধিকার ও সুযোগ নির্ধারিত হত। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এই বৈষম্যমূলক বাস্তবতাই পিল্লাইয়ের আইনজীবী হয়ে ওঠার পথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

অ্যাপারথেইডবিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের আইনি সহায়তা দেওয়া থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে উঠে এসেছে একটি মৌলিক বিশ্বাস: আইন কোনও শাসক বা ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার নয়, বরং মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার মাধ্যম।

একটি বর্ণবিদ্বেষী সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছনো পিল্লাইয়ের যাত্রা তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি দেখায়, দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আইন ও বিচারব্যবস্থার পরিসর বদলানো সম্ভব। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার একটি গভীর অসংগতিও সামনে আনে। আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রগুলির সমান মর্যাদা এবং মানবাধিকারের সর্বজনীনতার কথা বললেও, সেই আইনের প্রয়োগ প্রায়ই নির্ভর করে রাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতার ভারসাম্যের উপর।

আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে পিল্লাইয়ের অবদান তাঁর স্বীকৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। রুয়ান্ডার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে তিনি এমন এক বিচারিক পরিসরের অংশ ছিলেন, যেখানে ঐতিহাসিক আক্যুসে মামলার রায় আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এই মামলায় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ধর্ষণ ও যৌন হিংসাকে গণহত্যার অপরাধ হিসেবে গণ্য করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সশস্ত্র সংঘাতের সময় যৌন হিংসার পরিকল্পিত ব্যবহার যে কোনও জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার বৃহত্তর কৌশলের অংশ হতে পারে, সেই উপলব্ধি আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেয়।

এর তাৎপর্য কেবল অপরাধের সংজ্ঞা সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধ ছিল না। যুদ্ধ বা গণহত্যাকে শুধু সামরিক অভিযান, রাজনৈতিক সংঘাত কিংবা প্রাণহানির পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করা যায় না; এই রায় সেই সত্যও স্পষ্ট করে। কোনও জনগোষ্ঠীর শরীর, মর্যাদা, সামাজিক কাঠামো এবং অস্তিত্বকে লক্ষ্য করে চালানো হিংসাও গণহত্যার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পিল্লাই দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা এবং বৈষম্যহীনভাবে মানবাধিকার নীতি প্রয়োগের পক্ষে

সওয়াল করেন। তাঁর কাজের কেন্দ্রে ছিল একটি মৌলিক ধারণা; রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘনের অবাধ অনুমতি হতে পারে না। গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগ উঠলে কোনও সরকারই প্রশ্নের উদ্ভেদ থাকতে পারে না।

তবে পিল্লাইয়ের নোবেল স্বীকৃতির রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে গেলে অধিকৃত প্যালেস্তাইনি ভূখণ্ড নিয়ে তাঁর কাজ ঘিরে বিতর্কও বিবেচনায় রাখতে হবে। ২০২৫ সালে তাঁর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত কমিশন গাজায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। ইজরায়েল ওই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এবং কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

এই বিতর্ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার তদন্ত, আইনের ব্যাখ্যা এবং সংঘাতের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে জটিল সম্পর্কটিকে সামনে এনেছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বজায় রাখা প্রয়োজন; পিল্লাইয়ের মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারে অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বিচারিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা এক বিষয় নয়। গণহত্যার অভিযোগের মূল্যায়ন করতে হলে আন্তর্জাতিক আইনে নির্ধারিত সংজ্ঞা, প্রাসঙ্গিক প্রমাণ এবং উপযুক্ত বিচারিক কর্তৃপক্ষের বিবেচনাকে গুরুত্ব দিতে হয়। তদন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক স্তরে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনও আদালতের চূড়ান্ত রায়ের সমতুল্য বলা যায় না। ন্যায়বিচারের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে এই পার্থক্য অপরিহার্য।

একই সঙ্গে, কোনও তদন্তের পদ্ধতি বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেই তার অনুসন্ধান অগ্রাহ্য করা যায় না। কোনও সরকার প্রমাণ, পদ্ধতি কিংবা ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর হওয়া উচিত যুক্তিনির্ভর পর্যালোচনা, তথ্যের যাচাই এবং স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়া; তদন্তকারীদের ভয় দেখানো বা অভিযোগকে রাজনৈতিক তকমা দিয়ে খারিজ করা নয়। আন্তর্জাতিক তদন্তের নিরপেক্ষতার প্রকৃত পরীক্ষা হল, অভিযুক্তের জাতীয়তা, সামরিক শক্তি কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব নির্বিশেষে একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না।

নাভি পিল্লাইয়ের স্বীকৃতির বৃহত্তর তাৎপর্য এখানেই। আন্তর্জাতিক আইন শুধু চুক্তি স্বাক্ষর কিংবা মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা জারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তার কার্যকারিতা নিশ্চিত হয় না। সেই আইনের কর্তৃত্ব নির্ভর করে রাষ্ট্রগুলি নিজেদের আচরণের উপর বিধিনিষেধ মেনে নিচ্ছে কি না, বৈধ তদন্তে সহযোগিতা করছে কি না এবং নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও বিচারিক স্বাধীনতাকে সম্মান করছে কি না, তার উপর। কিন্তু বাস্তবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বৈষম্যের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। দুর্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ করা হলেও শক্তিশ্রম দেশ কিংবা তাদের মিত্রদের ক্ষেত্রে একই কঠোরতা দেখা যায় না; এমন ধারণা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে মানবাধিকারের সর্বজনীনতার দাবিও প্রশ্নের মুখে পড়ে।

দ্বৈত মানদণ্ডের এই অভিযোগকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। আবার তার সমাধান আন্তর্জাতিক আইনকে অকার্যকর বলে পরিত্যাগ করাও হতে পারে না। বরং প্রয়োজন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করা, তদন্তের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে দায়বদ্ধতার পার্থক্য দূর করা। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার তখনই অর্থবহ হয়ে উঠবে, যখন কোনও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা সামরিক শক্তি তার বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগের তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

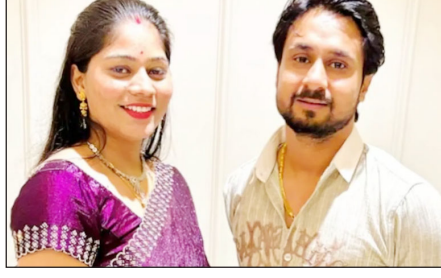
পিল্লাইয়ের নোবেল পুরস্কার গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর কর্মজীবন দেখায়, এক সময় যে সমাজ প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়েছে, সেই সমাজ থেকেই উঠে আসা একজন আইনজ্ঞ আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

মেঘালয়ের হানিমুন খুনের মামলা: সোনম-সহ ছ'জনের ফাঁসি চান রাজা রঘুবংশীর মা

শিলং : মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে রাজা রঘুবংশী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশী-সহ ছ'জনের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানানেন নিহতের মা উমা রঘুবংশী। মিরাতের বহুচর্চিত 'ব্লু ড্রাম' খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায়ে প্রসঙ্গ তুলে রাজা হত্যাকাণ্ডেও দ্রুত বিচার এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই মামলায় জড়িত প্রত্যেক অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তি হলেই ছেলের হত্যার বিচার পাওয়ার লড়াইয়ে তিনি কিছুটা শান্তি পাবেন।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উমা বলেন, খুনের ঘটনায় যারা সরাসরি অংশ নিয়েছিল এবং যারা যড়যন্ত্রে জড়িত ছিল, তাদের প্রত্যেকেরই সর্বোচ্চ আইনি শাস্তি হওয়া উচিত। মিরাতের মামলায় মুসকান রাস্তোগী ও সাহিল শুক্লাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি রাজা হত্যাকাণ্ডেও একই শাস্তির দাবি জানান।

উমার কথায়, মুসকান ও সাহিলের মতো সোনম এবং তার সহযোগীদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।



তবেই তিনি মানসিক শান্তি পাবেন বলে জানিয়েছেন নিহতের মা। তাঁর এই আবেদন ফের সামনে নিয়ে এসেছে বহুচর্চিত রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ড এবং পরিবারের দীর্ঘ বিচারপ্রত্যাশার বিষয়টি।

সম্প্রতি প্রাক্তন মার্চেন্ট নেভি আধিকারিক সৌরভ রাজপুতকে খুনের মামলায় মুসকান রাস্তোগী ও সাহিল শুক্লাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে মিরাতের আদালত। মামলাটিকে 'বিরলতমের মধ্যে বিরল' বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ওই রায়ের পরই রাজা হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের শাস্তির দাবি তুলেছেন উমা। তবে দুই মামলার

পরিস্থিতি ও প্রমাণ এক নয়; রাজা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের শাস্তি নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট আদালত, বিচারপ্রক্রিয়া এবং আইনি বিধান। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা রাজা রঘুবংশী ২০২৫ সালের ২ জুন মেঘালয়ের সোহরা এলাকায় একটি গভীর খাদে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হন। চেরাপুঞ্জি নামেও পরিচিত এই পাহাড়ি পর্যটন এলাকায় স্ত্রী সোনমের সঙ্গে হানিমুনে গিয়েছিলেন রাজা। দম্পতির নিখোঁজ হওয়ার পর তল্লাশি শুরু হয়। পরে রাজার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার তদন্তে নামে মেঘালয় পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। তদন্তের সূত্র ধরে সোনমকে পরে বারাণসী-গাজিপুর সড়কের ধারে একটি ধাবার কাছ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। সোনমকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলায় অভিযোগ ওঠে। তদন্তের অংশ হিসেবে সোহরায় ঘটনাস্থলের পুনর্নির্মাণও করে এসআইটি। সেই প্রক্রিয়ায় সোনম-সহ আরও তিনজন উপস্থিত ছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি খরচে স্বচ্ছতা বাড়াতে মিজোরামে চার ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থা চালু

আইজল : সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, আর্থিক নজরদারি জোরদার এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত পৌঁছে দিতে চারটি ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থার সূচনা করল মিজোরাম সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে মিজোরাম ইন্টিগ্রেটেড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস সিস্টেম (এমআইডব্লিউএস), ই-স্যানকশন, ই-বাজেট এবং ১০০ শতাংশ সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি) ব্যবস্থা চালু করেন। নতুন ব্যবস্থাগুলির লক্ষ্য সরকারি কাজের হিসাব সংরক্ষণ সহজ করা, বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ায় কাগজপত্রের ব্যবহার কমানো, ব্যয়ের অনুমোদনে গতি আনা এবং উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়া।

এমআইডব্লিউএস ব্যবস্থাটি পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, বিদ্যুৎ, সেচ ও জলসম্পদ, পরিবেশ-অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূমি সম্পদ ও মুদ্রিকা-জল সংরক্ষণ; এই ছয়টি দফতরের কাজের হিসাব পরিচালনায় ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে ব্যয়ের নথির সঙ্গে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের হিসাব মেলানো এবং ট্রেজারির মাধ্যমে ব্যয়ের ভাউচার জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ই-বাজেট ব্যবস্থায় দফতরগুলি ইন্টিগ্রেটেড ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনে বাজেট প্রস্তাব তৈরি ও জমা দিতে পারবে। এতে হিসাবের ভুল কমানো এবং বাজেট প্রস্তুতিতে সময় বাঁচানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, ই-স্যানকশনের মাধ্যমে ব্যয়ের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রস্তাব অনলাইনে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির মধ্যে পাঠানো যাবে।

ত্রিপুরায় সৌরবিদ্যুতে জোর, ২০৩০-এর মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

আগরতলা : ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নিবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ সঞ্চয় পরিকাঠামো তৈরি এবং পাঁচ হাজারের বেশি পানীয় জলের পাম্প সৌরশক্তিচালিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বুধবার আগরতলায় ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের (টিএসইসিএল) সদর দফতরে বিশ্ব মান দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা জানান সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ বসু। ভারতীয় বিল্ডিংস কংগ্রেসের ত্রিপুরা শাখা ও টিএসইসিএলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল শাস্ত্রীয় ও পরিচ্ছন্ন শক্তি। বসু জানান, বর্তমানে রাজ্যে ছাদে সৌরবিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ১৭ মেগাওয়াট। প্রায় দেড় লক্ষ বাড়িতে মোট ১৫০ মেগাওয়াট



ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা বসানোর প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ছাড়া ৩৩ কেভি স্তরে ২০০ মেগাওয়াট-ঘণ্টা ক্ষমতার বিদ্যুৎ সঞ্চয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থিতিশীলতা বাড়বে বলে আশা।

সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তিতে স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। বসু বলেন, বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, শক্তির দক্ষ ব্যবহার এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা জরুরি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসারও বিদ্যুতের চাহিদা বাড়াবে। তাই বিকল্প শক্তির উৎস সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দিচ্ছে রাজ্য।

মণিপুরে সন্দেহজনক খাদ্যে অসুস্থ ৮১ বিএসএফ জওয়ান, হাসপাতালে ও গাড়িচালকও

ইম্ফল : প্রাতরাশ খাওয়ার পর বমি শুরু হওয়ায় মণিপুরে ৮১ জন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) জওয়ান এবং তিন জন বেসরকারি গাড়িচালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (রিমস) তাঁদের চিকিৎসা চলছে। প্রাথমিকভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সন্দেহ করা হলেও অসুস্থতার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও নিশ্চিত হয়নি। জানা গিয়েছে, প্রাতরাশে পুরি ও সবজি খাওয়ার পর জওয়ানদের বারবার বমি হতে শুরু করে। এরপর তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রিমসের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট অধ্যাপক রমেশ্বর সিং সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে জানান, বিএসএফের একটি সম্পূর্ণ কোম্পানির সদস্যদের বমির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে আনা হয়েছিল। চিকিৎসায় তাঁরা সাড়া দিচ্ছেন এবং পর্যাপ্ত তরল দেওয়া হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

আক্রান্ত জওয়ানরা বিএসএফের ৫৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডি কোম্পানির সদস্য বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ইম্ফল পশ্চিম জেলার লামসাং থানার আওতাধীন



এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন ছিলেন তাঁরা। হাসপাতালে ভর্তির পর থেকেই তাঁদের চিকিৎসা ও শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সকলের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

মণিপুরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দাস কোহোজামও হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ জওয়ানদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা থাকলেও ঠিক কোন খাবার বা উপাদান থেকে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার বিষয়ে বিএসএফের তরফে প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

মেঘালয়ে শিশু সুরক্ষায় 'কা জিংখিরমেন', পকসো মামলার পর প্রতিরোধে জোর

শিলং : শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষা, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় স্তরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে 'কা জিংখিরমেন' নামে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করল মেঘালয়। খাসি পাহাড়ের পূর্ব খাসি হিলস জেলার দুটি ব্লকে পকসো আইনে ৫৫টি মামলার তথ্য সামনে আসার পর এই কর্মসূচির গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

'কা জিংখিরমেন'-এর অর্থ 'আশা'। মেঘালয় স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং পূর্ব খাসি হিলস জেলা লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ শুরু করেছে। রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতরের কমিশনার ও সচিব প্রবীণ বক্সির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মাওলাই ব্লকে পকসো আইনে ২৯টি এবং মাওরিংকনে ব্লকে ২৬টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন তিনি।

মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রেবতী মোহিত ডেরে জানান, বিচারপ্রক্রিয়ায় উঠে আসা বিভিন্ন ঘটনা, এমনকী কিশোর-কিশোরীদের প্রেমের সম্পর্ক ঘিরে তৈরি হওয়া মামলাও এই উদ্যোগের ভাবনার পিছনে রয়েছে। তিনি বলেন, পকসো আইনে ১৮ বছরের কম বয়সীদের সঙ্গে যৌন কার্যকলাপ আইনের আওতায় পড়ে। অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি এই আইনে আত্মপক্ষ সমর্থনের বৈধ যুক্তি নয়। এ ধরনের ঘটনায় অভিযুক্ত কিশোর-কিশোরীদের আইনি জটিলতা, গর্ভধারণ এবং পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ার মতো গুরুতর পরিণতির মুখে পড়তে হতে পারে।

শিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন পূরণের উপরও জোর দেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষা শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং ভবিষ্যতের সুযোগ তৈরির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। প্রবীণ বক্সি জানান, আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংবেদনশীল করে তোলা এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। বিপন্ন শিশুদের সহায়তায় মিশন বাৎসল্য এবং শিশু পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

চিন নয়, ভারতকেই অগ্রাধিকার! নভেম্বরে নয়াদিল্লি সফরে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেদ্র শাহ



নয়াদিল্লি : চিন নয়, দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্য ভারতকেই বেছে নিচ্ছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেদ্র শাহ। একটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, আগামী নভেম্বরের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে নয়াদিল্লি সফরে আসতে পারেন তিনি। আট মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই হতে চলেছে তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফর। ফলে এই সম্ভাব্য সফর ঘিরে কূটনৈতিক মহলে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। যদিও ভারত ও নেপাল; কোনও দেশের সরকারই এখনও সফর নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বলেদ্রের সঙ্গে চিনের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে ভারতের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন তিনি। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, দুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখাই নেপালের নতুন নেতৃত্বের লক্ষ্য। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্য ভারতকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

নেপালের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীদের বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অগ্রাধিকার দেওয়ার নজির রয়েছে।

পুষ্পকমল দাহাল প্রচণ্ড প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমে চিন সফরে গিয়েছিলেন। বালানার্থ খানাল বেছে নিয়েছিলেন তুরস্ককে, শের বাহাদুর দেউবা গিয়েছিলেন ব্রিটেনে। কে পি শর্মা ওলিও প্রথমে ভারত সফর করলেও পরে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগী হন। সেই তুলনায় বলেদ্রের সম্ভাব্য ভারত সফর নতুন কূটনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-নেপাল সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গত আগস্টে নেপালে ভয়াবহ বন্যার পর ভারত দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর পাশাপাশি উদ্ধারকাজে বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়েছিল। এই সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার সুযোগ তৈরি করেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা।

সম্ভাব্য সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বলেদ্রের বৈঠক হতে পারে। বাণিজ্য, যোগাযোগ, সীমান্ত সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার মতো বিষয় আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে। তবে সফরের চূড়ান্ত দিনক্ষণ ও আলোচ্যসূচি সম্পর্কে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি।

রাহুলের সমর্থনেও কর্নাটকে অনুমতি পেল না ‘আরশোলা’দের মিছিল

বেঙ্গালুরু : ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। অথচ কংগ্রেস-শাসিত কর্নাটকেই তেরঙ্গা মার্চের অনুমতি পেল না ‘আরশোলা’রা। বেঙ্গালুরুর টাউন হলে মিছিলের অনুমতি না মেলায় কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর টাউন হলে তেরঙ্গা মার্চ করতে চেয়েছিল সিজেপি। কিন্তু প্রশাসন সেখানে কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি। পরিবর্তে বিক্ষোভের বিকল্প স্থান হিসেবে ফ্রিডম পার্ককে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের দাবি, টাউন হলে কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনার বিষয়ে সিজেপি কংগ্রেস সরকারকে কিছু জানায়নি।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই সিজেপি নেতাদের গ্রেপ্তারির সমালোচনা করেছিলেন রাহুল। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অধিকার রক্ষার পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেছিলেন, তেরঙ্গা হাতে প্রতিবাদ করা অপরাধ নয়।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে গরু জবাই, প্রতিবাদ তসলিমার

ঢাকা : বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রকাশ্যে রাস্তায় গরু জবাইয়ের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানালেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার ফেসবুকে পোস্ট করে তিনি খাদ্যের স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের সমান অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন। ঘটনার সূত্রপাত ১২ অক্টোবর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মন্দিরের কাছে গোমাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন ঘিরে হিন্দু শিক্ষার্থীদের আপত্তিতে বিতর্ক তৈরি হয়। পরে প্রশাসন ক্যাম্পাসে পশু জবাই নিষিদ্ধ করে। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার উপাচার্যের ভবন ও গণিত বিভাগের মাঝের রাস্তায় গরু জবাই করা হয়। তসলিমার প্রশ্ন, আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মোটামুটি বদলে গরু জবাইকে প্রতিবাদের কর্মসূচি করার প্রয়োজন হলো কেন?



তরুণদের এই কারণে কারারুদ্ধ করাকে কাপুরুষোচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কিন্তু রাহুলের সমর্থনের পরও কর্নাটকে মিছিলের অনুমতি না মেলায় রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিরোধী শিবিরের একা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বিজেপি-বিরোধী অবস্থানে একমত হলেও বিভিন্ন দলের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। ফলে বিরোধী জোটের একা বাস্তবে কতটা কার্যকর, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

পুজোয় প্রকৃতির উপহার, বরফের চাদরে সিকিম! নাথু-লা থেকে ইউমথাংয়ে পর্যটকদের ভিড়



গ্যাংটক : পুজোর ছুটিতে পর্যটকদের জন্য প্রকৃতির বিশেষ উপহার তুষারপাত। বরফের সাদা চাদরে ঢেকেছে সিকিমের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তের একাধিক জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। নাথু-লা, জুলুক, নাথাং উপত্যকা থেকে শুরু করে ইউমথাং ভ্যালি, লাচুং ও জিরো পয়েন্ট; সর্বত্র বরফের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা। তুষারপাতের হাত ধরে উৎসবের মরশুমে সিকিমের পর্যটন ব্যবসাতেও নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

দেবীপক্ষের সূচনা থেকেই পূর্ব সিকিমের ভারত-তিব্বত সীমান্তবর্তী উঁচু এলাকাগুলিতে দফায় দফায় তুষারপাত হয়েছে। প্রায় ১৪,২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত নাথু-লা এবং প্রায় ১০ হাজার ফুট উঁচু জুলুকের পাহাড়ি রাস্তা বরফে ঢেকেছে। জুলুকের পাহাড়ের গায়ে সাপের মতো ঐক্যবৈক্যে চলা ৩২টি হেয়ারপিন বাঁক এখন পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। উত্তর সিকিমের ইউমথাং ভ্যালি, লাচুং ও জিরো পয়েন্টেও বরফের উপস্থিতি পর্যটকদের আনন্দ বাড়িয়েছে। তবে এই মনোরম দৃশ্যের সঙ্গে রয়েছে

বিপদের আশঙ্কাও। তুষারপাতের জেরে পাহাড়ি রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে বিপজ্জনক ‘ব্ল্যাক আইস’। উঁচু এলাকায় তাপমাত্রা হিমাক্ষের নীচে থাকায় পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মেঘলা আকাশের পাশাপাশি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

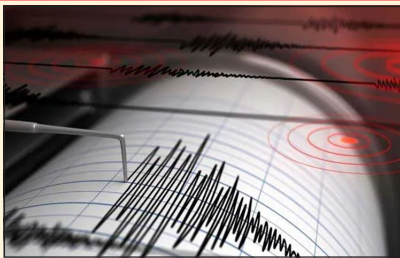
পর্যটন সংস্থা হেল্প টুরিজমের কর্ণধার রাজ বসুর কথায়, এই সময় তুষারপাত পর্যটন শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক। উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং ও গুরুদংমার লেকের রাস্তা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সেপ্টেম্বরে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ায় এ বার ভিড় বেড়েছে।

এর পাশাপাশি সিকিমে চলছে দাশাইন উৎসব, যা ২২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। গ্যাংটকের এমজি মার্গ-সহ বিভিন্ন এলাকার হোটেল ও হোমস্টেটে বুকিং বেড়েছে। আগামী ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর গ্যাংটকে সিকিম আর্টস অ্যান্ড লিটারেচার উৎসব এবং ১ থেকে ৭ নভেম্বর নামথাংয়ে অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের কথা রয়েছে।

ফের ভূকম্পে কাঁপল রাশিয়ার কামচটকা, কম্পনের মাত্রা ৭ মাটির ১৪০ কিলোমিটার গভীরে উৎপত্তি, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

মস্কো : বছর ঘুরতেই ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার কামচটকা উপদ্বীপ। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুরে রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চলে। তবে প্রাথমিক ভাবে হতাহতের বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের (ইএমএসসি) তথ্য অনুযায়ী, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি। এর কেন্দ্রস্থল ছিল রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলের ভিলিউচিনস্ক শহর থেকে প্রায় ১২৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। স্থানীয় সময় দুপুর ৩টো ৩৫ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়।



কামচটকা উপদ্বীপে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে থাকা ‘রিং অফ ফায়ার’ নামে পরিচিত ভূগর্ভনিক বলয়ের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে ভূত্বকের পাতগুলির সক্রিয় চলাচলের কারণে প্রায়ই শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, গত বছরও কামচটকায় ৮.৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। তার জেরে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ে। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা থাকায় নতুন করে শক্তিশালী কম্পনে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। তবে এ বারের ভূমিকম্পে সুনামি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে এখনও নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশে কি ফিরছে হাসিনার আমলের স্মৃতি? বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তায় প্রশ্নের মুখে বর্তমান সরকার

ঢাকা : বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তা, কর্মসংস্থানের সংকট এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ; বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই সমস্যাগুলির প্রভাব ক্রমশ আলোচনায় উঠে আসছে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর যে স্থিতিশীলতা ও স্বস্তির প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা কতটা পূরণ হয়েছে, সেই প্রশ্নও উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে লেখক সৈয়দ বদরুল আহসানের দাবি, দেশের মানুষের একাংশের মধ্যে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমল নিয়ে তুলনামূলক ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হচ্ছে।

নর্থইস্ট নিউজে ৯ অক্টোবর প্রকাশিত এক নিবন্ধে আহসান বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতির সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি, পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগের মতো সমস্যাগুলির কার্যকর সমাধান এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও এগুলি লেখকের মূল্যায়ন, তাঁর নিবন্ধে উঠে এসেছে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধানের প্রশ্ন।

দৈনন্দিন সমস্যাই বড় উদ্বেগ বাংলাদেশের মানুষের কাছে রাজনৈতিক বিতর্কের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সংসার চালানোর খরচ। খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং কর্মসংস্থানের উদ্বেগ সরাসরি প্রভাব ফেলেছে সাধারণ পরিবারগুলির উপর। পোশাকশিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের চাকরি হারানোর প্রসঙ্গও তুলেছেন লেখক।

শিক্ষাব্যবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বর্তমান প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, অপরাধের খবর নিয়মিত সামনে আসা এবং আইনের শাসন নিয়ে উদ্বেগ মানুষের নিরাপত্তাবোধকে দুর্বল করছে।

তবে এই সমস্যাগুলির ব্যাপ্তি, সাম্প্রতিক পরিবর্তন এবং আগের

সরকারের সময়ের সঙ্গে তুলনা করতে হলে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ও স্বাধীন মূল্যায়ন প্রয়োজন। লেখকের বক্তব্যকে তাই বাংলাদেশের সামগ্রিক জনমতের চূড়ান্ত প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় না।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও বিতর্ক

রাজনৈতিক পালাবদলের পর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কতটা সুরক্ষিত রয়েছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আহসান। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক প্রতিবেদন ও লেখালেখির ক্ষেত্রে চাপ রয়েছে। নিবন্ধে তিনি এমন কয়েকজন সম্পাদকের সমালোচনার কথাও উল্লেখ করেছেন, যাঁরা আগে মুহাম্মদ ইউনুসের প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন বলে তাঁর দাবি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা শুধু সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকারের বিষয় নয়। সরকারের কাজকর্ম, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং জনস্বার্থে নেওয়া নীতির পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করতে হলে সাংবাদিকদের উপর হামলা, মামলা, গ্রেফতার, সম্পাদকীয় স্বাধীনতা এবং সংবাদ প্রকাশের বাস্তব

পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথক তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন।

বিমান কেনা নিয়ে সরকারের অগ্রাধিকার প্রশ্নে

বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্য বোয়িং উডোজাহাজ কেনার পরিকল্পনা এবং ইউরোপীয় দেশগুলির তরফে এয়ারবাস কেনার বিষয়ে আগ্রহের প্রসঙ্গও তুলেছেন লেখক। তাঁর প্রশ্ন, দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও বিমান সংস্থার পরিচালনাক্ষমতা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হচ্ছে কি না।

উডোজাহাজ কেনার মতো বড় সিদ্ধান্তে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, নতুন আন্তর্জাতিক রুট চালুর সম্ভাবনা, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করা জরুরি। তবে বোয়িং বা এয়ারবাস কেনার পরিকল্পনা নিয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট চুক্তি, আর্থিক শর্ত এবং সরকারের যুক্তি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কি স্থিতিশীলতা সম্ভব?

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে আহসানের নিবন্ধের মূল বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তাঁর মতে, আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে বাংলাদেশে স্থায়ী স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা কঠিন হতে পারে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন,

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার সমীকরণ; সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল।

লেখক বিএনপি সরকারের কাছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগের পথ খোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, জামায়াতে ইসলামী ও অন্য রাজনৈতিক শক্তিগুলির চাপের মধ্যে বিএনপির পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হতে পারে, যদি দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে রাখা হয়।

তবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভূমিকা, দলটির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন একসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্থিতিশীলতার জন্য রাজনৈতিক সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার সঙ্গে জবাবদিহি, আইনের শাসন এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশ্নও যুক্ত।

ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়েও উদ্বেগ

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আহসান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমানে কয়েকটি চলচ্চিত্র দেখানোর সুযোগ বন্ধ

হওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাঁর উল্লেখ করা ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে তানভীর মোকাম্মেলের ‘চিত্রা নদীর পারে’ ও ‘লালসালু’।

এই ঘটনাকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখেছেন লেখক। তাঁর আশঙ্কা, ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য থেকে সরে আসার প্রবণতা দেশের সামাজিক চরিত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শন থেকে বাদ দেওয়ার কারণ এবং সিদ্ধান্তের প্রশাসনিক ব্যাখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

সব মিলিয়ে, আহসানের নিবন্ধ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক মূল্যায়ন তুলে ধরেছে। তাঁর দাবি, দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দেশের মানুষের একাংশ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করছেন।

কিন্তু শেখ হাসিনার আমলকে ঘিরে এই নস্টালজিয়া কতটা বিস্তৃত, তা নির্ধারণের জন্য জনমত সমীক্ষা ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রয়োজন। আগের সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি সেই আমলের রাজনৈতিক অধিকার, নির্বাচন ও মানবাধিকার নিয়ে ওঠা বিতর্কও বিবেচনায় রাখতে হবে।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions
 Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krctimes.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

